দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটকবলিত একটি অনুষদ

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরে ধীরে ধীরে প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটমু
হয়েছিল। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়ে
তাতে অনেক অসহায় ছাত্র ও অভিভাবক আবার সেশনজটের আলামত দেখতে পাচ্ছেন। অথচ
সময়টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে রাজনৈতিক হানাহানি থাকার কথা নয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবে
বজায় থাকার কথা। অথচ বাস্তবে পরিস্থিতি এর ঠিক উলটো। ইতোমধ্যে সেশনজটে আক্রান্ত এব
অনুষদের পরিস্থিতি বোধহয় ঘোরতর হয়ে উঠল।

সেশনজটের ব্যাপারে একটা ব্যতিক্রমের খবর পাওয়া গেল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আওয়
লীগ সরকারের আমলে সেখানে কমবেশি ৪ বছর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছিল। এ পরিবে
সুযোগ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো একাডেমিক বিভাগ সেশনজটমুক্ত হয়েছিল। এক
ব্যতিক্রম ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ। এই অনুষদ বিগত সরকারের আমলে শুরু হয়ে মাত্র গত কা
বছরের মধ্যেই সেশনজটের কবলে পড়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের অধীনে বিবিএ (ব্যা
অফ বিজিনেস এ্যাডমিনস্ট্রেশন) এবং এমবিএ প্রোগ্রাম চালু হয়। এ দুটি প্রোগ্রামে আধুনিক গ্রেডিং প
এবং সেমিস্টার সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী সাড়ে ৫ মাসের মধ্যে এক সেমি
সম্পন্ন করা এবং ১৫ দিনের মধ্যে রেজাল্ট দেয়ার কথা। কিন্তু বর্তমানে একটি সেমিস্টার শেষ
১০/১২ মাস সময় লেগে যাচ্ছে এবং রেজাল্ট দিতেও লাগছে ৫/৬ মাস।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বিবিএ/এমবিএ প্রোগ্রাম চালু করার দায়িত্বে ছিলেন তারা 'সেমি
সিস্টেম' সম্পর্কে অজ্ঞই ছিলেন বলা চলে। ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় থাকলে নিয়মমাফি
মাসের ভেতরই কোন কোর্সের সবকিছু শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকে। কারো কোন অজুহাত বি
করার কথা নয়; কিন্তু আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের শিক্ষকগণ নি
বানানো নিয়ম নিজেরাই অমান্য করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অ্যাকাডেমিক বিভাগে ৫/৬টি ব্যাচ থাকলেও এই অনুষদে ৯টি ব্যাচ র
ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৯৯৬-৯৭ সালের ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা নাকি সবেমাত্র এর বর্ষ ৩য় সেমিস্টারে
করছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, যেখানে ১৫ দিনের মধ্যে রেজাল্ট দেয়ার নিয়ম সেখানে ৫/৬ মাস
রেজাল্ট দিতে। সেমিস্টার পদ্ধতিতে কয়েকদিনের মধ্যেই 'খাতা দেখা' শেষ করতে শিক্ষকরা বাধ
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা অ্যাকাডেমিক কর্তব্যের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতার ধার
না। এখানে তার আরেকটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের এই আত্মঘাতী সেশনজটের ব্যাপারে অনুষদের ডিন কোন যুক্তিসঙ্গ
দিতে পারেননি। শিক্ষকদের কর্তব্যে অবহেলা ও অদক্ষতা ছাড়া আর কি কারণই বা থাকতে
অনুষদের ডিন শুধু বলেন, 'সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা' পেলে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে
নিরসন করা সম্ভব বলে তিনি আশাবাদী। যারা এদেশে ব্যবস্থাপনা শেখান, তারাই তাদের
অব্যবস্থাপনার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। ক্ষতিটা শুধু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদেরই
দেশের 'ব্যবসায় প্রশাসন'ও দক্ষ জনশক্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক
পারবেন এর প্রতিকার করতে?